সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
আইন ও সংস্থা অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

বিষয় : 'স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৬' এর পুনর্গঠিত খসড়া সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ।

'স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১' যুগোপযোগী করার নিমিত্তে ০৬ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত 'স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৬' এর খসড়া এসঙ্গে প্রেরণ করা হলো ।

০২। এমতাবস্থায়, 'স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৬' এর পুনর্গঠিত খসড়ার কপি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে আপলোড করে আগামী ১৫ এপ্রিল ২০১৬ তারিখের মধ্যে সর্বসাধারণের মতামত (হার্ডকপি) এ মন্ত্রণালয়ে এবং সফ্টকপি msw.institution2010@gmail.com ই-মেইল ঠিকানায় প্রেরণের আহ্বান করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি : যথাবর্ণনা 'স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৬' (পুনর্গঠিত খসড়া) এর কপি।

০৩/০৪/১৬

মোঃ লুৎফর রহমান
উপসচিব
ফোন-৯৫৪৯০৪০

যুগ্মসচিব (আইসিটি)
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

ইউ. ও. নোট নম্বর-৪১.০০.০০০০.০৫২.০১.০০২.১৫. ৪৩

২০ চৈত্র ১৪২২
০৩ এপ্রিল ২০১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

বিল নং----------, ২০১৬

স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিদ্যমান অধ্যাদেশ রহিতপূর্বক সংশোধনসহ উহা পুন:প্রণয়ন ও সংহত করিবার নিমিত্ত আনীত

বিল

যেহেতু দীর্ঘদিনের পুরাতন 'স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রন) অধ্যাদেশ, ১৯৬১' রহিতপূর্বক উহার পুন:প্রণয়ন করিবার লক্ষ্যে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজন,

সেহেতু, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল ঃ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন এবং অধিক্ষেত্র** ।- (১) এই আইন 'স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৬' নামে অভিহিত হইবে;
(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।
(৩) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই আইনে-

(১) **'অডিটর'** অর্থ বাংলাদেশ চার্টার একাউন্টন্স অর্ডার (পিও নং-২/১৯৭৩) অনুযায়ী অডিট ফার্ম;

(২) **'অনুদান বা চাঁদা'** অর্থ ব্যক্তি, গোষ্ঠী, এজেন্সি, সংস্থা, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা/ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই আইনের অধীন সমাজকল্যাণ এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নগদ বা অন্য কোনভাবে প্রদত্ত চাঁদা বা অনুদান বা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(৩) **'অলাভজনক প্রতিষ্ঠান'** অর্থ কোন সংস্থা, যাহার কোন আয় সংস্থার সদস্য বা অন্য কাহারো মধ্যে বিতরণ করা যাইবে না, যাহা কেবল সমাজকল্যাণ এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যয় করা যাইবে;

(৪) **'কার্যনির্বাহী পরিষদ'** অর্থ এইরূপ পরিষদ/কমিটি বা সংস্থার অন্য কোন নামের পরিচালনা পরিষদকে বুঝাইবে, তাহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, যাহা সংস্থার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সাধারন সদস্য দ্বারা নির্বাচিত হইবে, যাহার উপর সংস্থার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী উহার নির্বাহী কার্যসমূহ ও ব্যবস্থাপনা অর্পিত হইয়াছে, যাহার কোন সদস্য সংস্থা হইতে কোন বেতন ভাতা বা সম্মানী প্রাপ্য হইবেন না। কার্যনির্বাহী পরিষদ সাধারন সদস্য দ্বারা নির্বাচিত হইবে।

(৫) **'কার্যক্রম'** অর্থ এই আইনের তফসিলে বর্ণিত কার্যক্রম;

(৬) **'গঠনতন্ত্র'** অর্থ সংস্থার গঠনতন্ত্র যাহা নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত;

(৭) **'তফসিল'** অর্থ এই আইনের তফসিল;

(৮) **'ধারা'** অর্থ এই আইনের কোন ধারা;

(৯) **'নির্ধারিত'** অর্থ ধারা ২৭ অনুযায়ী প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(১০) **'নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ'** অর্থ এই আইন অনুযায়ী নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের যাবতীয় বা যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা;

(১১) **'নিবন্ধিত'** অর্থ এই আইনের অধীন নিবন্ধিত;

(১২) **'বিধি'** অর্থ এই আইনের ধারা ২৭ এর অধীনে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি;

(১৩) **'বেসরকারি সংস্থা বা Non-Government Organisation (NGO)'** অর্থ এনজিও ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত দেশী/বিদেশী দাতা/সংস্থার দান অনুদান ও আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত সংগঠন/সংস্থা;

(১৪) 'মহাপরিচালক' অর্থ সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক;

(১৫) 'রাষ্ট্রায়ত্ব বানিজ্যিক ব্যাংক' অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P. O. No. 127 of 1972) Gi Article 2(J) অনুযায়ী রাষ্ট্রায়ত্ব বানিজ্যিক ব্যাংক;

(১৬) 'রেজিস্টার' অর্থ এই আইনের অধীন সংরক্ষিত রেজিস্টার;

(১৭) 'সনদ' অর্থ নিবন্ধিত সংস্থার অনুকূলে জারীকৃত নিবন্ধন সনদ;

(১৮) 'স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা বা Voluntary Social Welfare Organisation (VSO)' অর্থ তফসিলে বর্ণিত যে কোন এক বা একাধিক সমাজকল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে জনগণ কর্তৃক স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত এবং জনসাধারণের চাঁদা, দান, অনুদান বা সরকারি সাহায্যের উপর নির্ভরশীল কোন অলাভজনক, অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সমিতি বা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠান; এবং

(১৯) 'সংস্থা' অর্থ কোন স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা বা উহার কোন শাখা, যাহা সমাজের কল্যাণ এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত।

৩। আইনের প্রাধান্য।– আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

৪। নিবন্ধন ব্যতীত কোন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা বা উহা চালু রাখা।–(১) এই আইনের বিধানাবলী অনুসরণ ব্যতীত কোন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা বা উহা চালু রাখা যাইবে না।

(২) এই আইন কার্যকর হইবার তারিখে বিদ্যমান ছিল না, এমন সংস্থা ধারা ৬ এর উপধারা (৩) অনুযায়ী নিবন্ধন সনদ প্রাপ্ত হইবার পর কার্যক্রম পরিচালনা করা যাইবে।

(৩) পূর্ব হইতে বিদ্যমান কোন সংস্থা এই আইন কার্যকর হইবার তারিখ হইতে ১ (এক) বছরের অধিককাল চালু রাখা যাইবে না, যদি না উক্ত তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ধারা ৫ এর উপধারা (১) অনুযায়ী উহার নামের ছাড়পত্রের জন্য কোন আবেদন করা না হইয়া থাকে।

(৪) যেক্ষেত্রে কোন বিদ্যমান সংস্থা সম্পর্কে ধারা ৬ এর উপধারা (১) অনুযায়ী আবেদন করা হইয়াছে এবং ধারা ৬ এর উপধারা (২) অনুযায়ী উক্ত আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে, সেক্ষেত্রে উপধারা (৩) এ বর্ণিত ১ (এক) বছর সময়ের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও, আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করিবার তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিন পর্যন্ত, অথবা ধারা ২১ এর অধীন আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সংস্থাটি চালু রাখা যাইবে।

৫। নামের ছাড়পত্র গ্রহণ।–(১) কোন ব্যক্তি বা সমষ্টি কোন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলে বা কোন ব্যক্তি বা সমষ্টি পূর্বে প্রতিষ্ঠিত অনুরূপ কোন সংস্থা চালু রাখিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে বা তাহাদেরকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নামের ছাড়পত্র গ্রহণের জন্য নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ বরাবরে আবেদন করিতে হইবে।

(২) আবেদনকৃত নামে অনুরূপ কোন সংস্থা ইতঃপূর্বে নিবন্ধিত হইয়াছে কি না, নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ তাহা যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করিয়া, নিশ্চিত হইয়া, তাহার সন্তুষ্টিক্রমে আবেদনকারী ব্যক্তি বা সমষ্টির অনুকূলে একটি নাম নির্দিষ্টকরণপূর্বক নির্ধারিত পদ্ধতিতে নামের ছাড়পত্র প্রদান করিবেন।

৬। নিবন্ধনের জন্য আবেদন।–(১) ধারা ৫ এর বিধানমতে কোন ব্যক্তি বা সমষ্টি নামের ছাড়পত্র প্রাপ্ত হইলে,তাহাকে নির্ধারিত ফিস প্রদান করিয়া নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিতে হইবে।

(২) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ আবেদন পাওয়ার পর নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় তদন্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া আবেদন মঞ্জুর করিতে পারিবেন বা সঙ্গত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, আবেদনকারী ব্যক্তি বা সমষ্টিকে প্রত্যাখানের বিষয়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে অবহিত করিতে হইবে।

(৩) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ আবেদন মঞ্জুর করিলে আবেদনকারীকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ক্রমিকসহ (নিবন্ধন নম্বর) একটি নিবন্ধন সনদ প্রদান করিবেন।

(৪) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ উপধারা (৩) এর অধীন প্রদত্ত সনদ সম্পর্কে নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবেন।

৭। অন্যকোন আইনের আওতায় নিবন্ধিত সংস্থার নিবন্ধন নিষিদ্ধ।- অন্যকোন আইনের আওতায় নিবন্ধিত কোন সংস্থা বা

প্রতিষ্ঠানকে এই আইনের আওতায় নিবন্ধন করা যাইবে না।

৮। **নিবন্ধিত সংস্থার গঠনতন্ত্র ও উহার সংশোধন ইত্যাদি।**– (১) এই আইনের অধীন নিবন্ধিত সংস্থার একটি গঠনতন্ত্র থাকিবে, যা নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইবে।

(২) নিবন্ধনের জন্য আবেদনের সময় নির্ধারিত ফরমে গঠনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়ন করিয়া নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(৩) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ ধারা ৬ এর উপধারা (৩) অনুযায়ী নিবন্ধন সনদ প্রদানের সময় অনুমোদিত গঠনতন্ত্রের অনুলিপি আবেদনকারীকে প্রদান করিবেন।

(৪) নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত নিবন্ধিত সংস্থার গঠনতন্ত্রের কোন সংশোধনই বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

৯। **কাযনির্বাহী পরিষদ গঠন ও অনুমোদন ইত্যাদি।**- (১) প্রত্যেকটি নিবন্ধিত সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্ধারিত পদ্ধতি এবং সংস্থার অনুমোদিত গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সাধারন সদস্য দ্বারা গঠিত হইবে।

(২) কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠনের পর নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত কার্যনির্বাহী পরিষ্দ কার্যকর হইবেনা।

১০। **কার্যএলাকা সম্প্রসারণ।**–(১) এই আইনের অধীন নিবন্ধনের সময় সংস্থার কার্যএলাকা নির্ধারন করিতে হইবে এবং প্রাথমিকভাবে ১ (এক) টি জেলার বেশী কার্যএলাকা নির্ধারণ করা যাইবে না।

(২) নিবন্ধিত সংস্থা নিবন্ধনের সময় নির্দিষ্টকৃত কার্যএলাকার বাহিরে কার্যক্রম সম্প্রসারণ করিতে পারিবে না।

(৩) সংস্থা নিবন্ধনের পর নির্ধারিত পদ্ধতিতে একবারে অনধিক ৫ (পাঁচ) জেলায় কার্যএলাকা সম্প্রসারণের জন্য নির্ধারিত ফিস প্রদান করিয়া নির্ধারিত পদ্ধতিতে মহাপরিচালক বরাবরে আবেদন করা যাইবে।

(৪) মহাপরিচালক উপধারা (৩) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর প্রয়োজনে তদন্ত অনুষ্ঠানপূর্বক নির্ধারিত পদ্ধতিতে কার্যএলাকা সম্প্রসারণের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন অথবা আবেদন প্রত্যাখান করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে,আবেদন প্রত্যাখানের বিষয়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদনকারী সংস্থাকে অবহিত করিতে হইবে।

১১। **নিবন্ধন নবায়ন।**– (১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন,

(ক) এই আইনের অধীন নিবন্ধিত সংস্থা নিবন্ধনের তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বছর অন্তর নির্ধারিত ফিস প্রদান করিয়া নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহার নিবন্ধন নবায়ন করিবে;

(খ) নিবন্ধন প্রাপ্তির ৫ (পাঁচ) বছর অতিক্রান্ত হইবার অন্যূন ৩ (তিন) মাস পূর্বে নিবন্ধন নবায়নের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করিতে হইবে;

(গ) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ আবেদন পত্র প্রাপ্তির পর নির্ধারিত পদ্ধতিতে যাচাই-বাছাই এবং প্রয়োজনে তদন্ত সম্পন্ন করিয়া নিবন্ধন নবায়ন মঞ্জুর কবিবেন বা সঙ্গত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া আবেদন প্রত্যাখান করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, নবায়ন আদেশ প্রত্যাখানের বিষয়ে আবেদনকারী সংস্থাকে নির্দ্ধারিত পদ্ধতিতে অবহিত করিতে হইবে;

(ঘ) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ নবায়ন আবেদন মঞ্জুর করিলে আবেদনকারী সংস্থাকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধন নবায়ন সনদ প্রদান করিবেন এবং নবায়ন সম্পর্কিত তথ্য ধারা ৬ এর উপধারা (৪) এ বর্ণিত রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করিবেন;

(ঙ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন সংস্থা নিবন্ধন নবায়ন করিতে ব্যর্থ হইলে বা নবায়ন আবেদন প্রত্যাখান করা হইলে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ সংস্থাটির নিবন্ধন বাতিল করিয়া আনুষ্ঠানিক আদেশ জারী করিবেন এবং আদেশ জারীর তারিখ হইতে সংস্থাটির বিলুপ্তি ঘটিবে;

(চ) দফা (ঙ) অনুযায়ী বিলুপ্তির পর নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংস্থার দায়-দেনা নির্ধারন করিয়া ধারা ২০ অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য মহাপরিচালককে অনুরোধ করিবেন;

(ছ) নিবন্ধন নবায়ন ব্যতীত সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনা করা হইলে ধারা ২৩ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(২) বিদ্যমান আইনে নিবন্ধিত যেসব সংস্থার নিবন্ধনের মেয়াদ এই আইন কার্যকর হইবার তারিখে ৫ (পাঁচ) বছর পূর্ণ হইয়াছে বা পরবর্তীতে ৫ (পাঁচ) বছর পূর্ণ হইবে সেসব সংস্থার নিবন্ধন উপধারা (১) অনুযায়ী নবায়ন করিতে হইবে।

(৩) নিবন্ধন নবায়নের আবেদন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সংস্থার নিবন্ধন বহাল থাকিবে।

১২। **সংস্থার নাম পরিবর্তন বা সংশোধন**।–(১) নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সংস্থার সাধারণ সভায় সংস্থার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে উহার নাম পরিবর্তন বা সংশোধন করিতে পারিবে।
(২) কোন সংগঠনের নামের পরিবর্তন বা সংশোধন উহার পক্ষে বা বিপক্ষে পরিচালিত কোন আইনগত মামলায় উক্ত সংগঠনের অধিকার বা দায়-দায়িত্বের ওপর কোন প্রভাব ফেলিবে না।

১৩। **সংগঠন একীভূতকরণ**।– নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে দুই বা ততোধিক সংস্থা একীভূত করা যাইবে।

১৪। **নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলী**।– নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলী নিম্নরূপ হইবে, যথা:-

(ক) তফসিল এ বর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে ধারা ৬ এর উপধারা (৩) অনুযায়ী সংস্থার নিবন্ধন সনদ প্রদান এবং ক্ষেত্রমত নিবন্ধন বাতিলের সুপারিশকরণ;
(খ) সংস্থার কার্যএলাকা নির্ধারণ;
(গ) সংস্থার গঠনতন্ত্র অনুমোদন ও সংশোধন;
(ঘ) লিয়াজোঁ অফিস ও শাখা অফিস খোলার অনুমতি প্রদান, ক্ষেত্রমত, সুপারিশকরণ;
(ঙ) কার্যএলাকা সম্প্রসারণের সুপারিশকরণ;
(চ) কার্যনির্বাহী পরিষদ অনুমোদন;
(ছ) নিবন্ধন নবায়ন;
(জ) সংস্থার বিরুদ্ধে প্রাপ্ত অভিযোগ তদন্তকরণ ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ, ক্ষেত্রমত, সুপারিশকরণ;
(ঝ) সংস্থার কার্যক্রম তত্ত্বাবধান (Supervision), পরিদর্শন, পরীবিক্ষণ (Monitoring) ও নিয়ন্ত্রণ (Regulation), ক্ষেত্রমতে, হিসাব নিরীক্ষণ ;
(ঞ) সংস্থা একীভূতকরণ;
(ট) মহাপরিচালক বরাবরে নির্ধারিত পদ্ধতিতে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ;
(ঠ) উপরি-উক্ত বিষয়াদি সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ, সরেজমিন পরিদর্শন ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;
(ড) প্রশাসক নিয়োগ বা তত্ত্বাবধায়ক পরিষদ গঠন;
(ঢ) উপরি-উক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ সম্পাদনের জন্য যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং
(ণ) নির্ধারিত ও সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

১৫। **সংস্থার পালনীয় শর্তাবলী**।– (১) নিবন্ধিত সংস্থা কর্তৃক পালনীয় শর্তাবলী নিম্নরূপ হইবে, যথা:-

(ক) নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম প্রতিবেদন প্রণয়ন, হিসাব নিরীক্ষাকরণ, সংরক্ষণ, নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ এবং সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ;
(খ) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে কোন রাষ্ট্রায়ত্ব বানিজ্যিক ব্যাংকে সংস্থার নামে খোলা এক বা একাধিক হিসাবের মাধ্যমে সকল আর্থিক লেনদেন সম্পাদন:
তবে শর্ত থাকে যে, নিবন্ধন প্রাপ্তির পরে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক প্রদত্ত ব্যাংক হিসাবের ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী (Bank Statement) নিবন্ধিত সংস্থা কর্তৃক স্থানীয় সমাজসেবা কার্যালয় এবং নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ;
(গ) নির্ধারিত পদ্ধতিতে কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন গ্রহণ;
(ঘ) নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংস্থার বিভিন্ন রেজিষ্টার সংরক্ষণ:

(২) নির্ধারিত এবং সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্দেশিত অন্যান্য কার্যাবলী।

১৬। **দলিলপত্র দর্শন ও প্রতিলিপি সংগ্রহ**।–নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় গোপনীয় বা জনস্বার্থে অন্যদের জানানো সমীচীন নহে, এইরূপ ব্যতীত নিবন্ধিত সংস্থার যে কোন দলিল, নির্ধারিত ফিস প্রদান করিয়া নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে, যে কোন ব্যক্তি উহা দর্শন বা উহার প্রতিলিপি বা অংশ বিশেষ সত্যায়িত আকারে সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

১৭। **কার্যনির্বাহী পরিষদ বরখাস্তকরণ অথবা নিবন্ধিত সংস্থার কার্যাবলী স্থগিতকরণ**।– (১) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হন যে, কোন

নিবন্ধিত সংস্থা উহার তহবিল সংক্রান্ত কোন অনিয়মের জন্য বা উহার কর্মকাণ্ড পরিচালনার অব্যবস্থাপনার জন্য দায়ী বা উক্ত সংস্থা এই আইনের বিধান বা তদধীন প্রণীত বিধি বা উহার গঠনতন্ত্র বা এতদ্‌বিষয়ে জারীকৃত সরকারি আদেশাবলী পরিপালনে ব্যর্থ হইয়াছে বা কোন সংস্থা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত হইয়াছে, বা দেশের সংবিধান বা প্রচলিত আইনের পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হইয়াছে, তাহা হইলে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ বা কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য বা সুনির্দিষ্টভাবে দায়ী সংস্থার কোন সদস্যকে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিয়া বরখাস্ত করিতে বা সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত এক বা একাধিক কর্মকাণ্ড স্থগিত করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১) এর অধীন কোন সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ বরখাস্ত করা হইলে, নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ একজন প্রশাসক নিয়োগ করিবেন বা অনধিক ৫ (পাঁচ) সদস্য সমন্বয়ে একটি তত্ত্বাবধায়ক পরিষদ গঠন করিবেন এবং উক্ত প্রশাসক বা, ক্ষেত্রমত, তত্ত্বাবধায়ক পরিষদ সংস্থার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাহী কমিটির ন্যায় সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী হইবেন।

(৩) উপধারা (১) এর আওতায় কোন সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য বা অন্য কোন সদস্যকে বরখাস্ত করা হইলে সংস্থা প্রয়োজনবোধে উক্ত ব্যক্তির স্থলে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী যথাযথ প্রক্রিয়ায় অন্যকোন সদস্যকে কো-অপ্ট করিতে এবং যথাযথ সংশোধনের মাধ্যমে এক বা একাধিক স্থগিত কর্মকাণ্ড নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে চালু করিতে পারিবে।

(৪) যে কার্যনির্বাহী পরিষদ বা সংস্থার কোন সদস্যের বিরুদ্ধে উপধারা (১) অনুযায়ী আদেশ জারি করা হইয়াছে, সে কার্যনির্বাহী পরিষদ বা সদস্য, আদেশ জারির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে মহাপরিচালক কর্তৃক গঠিত আপিল কমিটির নিকট আপিল করিতে পারিবে এবং আপিল কমিটি আপিল দায়েরের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করিবেন। আপিল কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে ।

(৫) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের আদেশের তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে বা যদি আপিল কমিটি সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ বরখাস্তকরণ বা কর্মকাণ্ড স্থগিতকরণ সংক্রান্ত নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের আদেশ বহাল রাখেন, তাহা হইলে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রশাসক বা তত্ত্বাবধায়ক পরিষদ আপিল কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রদানের তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে সংস্থার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচনের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করিবেন।

(৬) যদি প্রশাসক বা তত্ত্বাবধায়ক পরিষদ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠনে ব্যর্থ হন, তবে ব্যর্থতার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া প্রশাসক বা তত্ত্বাবধায়ক পরিষদ কর্তৃক নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে। নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত প্রতিবেদন যথাযথ বিবেচনা করিলে প্রশাসক বা তত্ত্বাবধায়ক পরিষদের মেয়াদ পুনরায় যুক্তিসঙ্গত সময় পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে বা নতুন প্রশাসক বা তত্ত্বাবধায়ক পরিষদ নিয়োগ/গঠন করিতে পারিবেন।

১৮। **নিবন্ধিত সংস্থার নিবন্ধন বাতিল ও সংস্থার বিলুপ্তি**।-(১) যদি নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের এইরূপ বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, কোন নিবন্ধিত সংস্থা উহার গঠনতন্ত্র বিরোধী বা এই আইনের বিধানাবলী বা তদধীন প্রণীত বিধিসমূহের পরিপন্থী বা জনগণের স্বার্থ বিরোধী বা রাষ্ট্রবিরোধী বা দেশের সংবিধান পরিপন্থী কোন কার্য করিতেছে, তাহা হইলে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ উক্ত সংস্থাকে নিজ বিবেচনায় সঙ্গত কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিয়া, যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরকারের নিকট তৎসম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন।

(২) উপধারা (১) অনুযায়ী প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিবেচনা করিয়া দেখিবার পর সরকার যদি সন্তুষ্ট হন যে, সংস্থার নিবন্ধন বাতিল করা প্রয়োজন বা সঙ্গত, তাহা হইলে আদেশে উল্লিখিত তারিখ হইতে সংস্থাটির নিবন্ধন বাতিলের আদেশ দিতে পারিবেন।

(৩) উপধারা (২) অনুযায়ী কোন সংস্থার নিবন্ধন বাতিল করা হইলে, নিবন্ধন বাতিলের তারিখ হইতে সংস্থাটির বিলুপ্তি ঘটিবে।

১৯। **নিবন্ধিত সংস্থার স্বেচ্ছায় বিলুপ্তি**।-(১) কোন নিবন্ধিত সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ বা উহার সদস্যগন উহার বিলোপ সাধন করিতে পারিবে না।

(২) এতদউদ্দেশ্যে আহুত কোন সংস্থার সাধারণ সভায় সংস্থার মোট সদস্যের অনুন্য তিন-চতুর্থাংশ সদস্য যদি সংস্থাটি বিলুপ্তির পক্ষে প্রস্তাব অনুমোদন করেন, তাহা হইলে সংস্থাটির সদস্যগণ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রটি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার পর নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ তাহার সন্তুষ্টিক্রমে সুপারিশসহ সংস্থাটি বিলুপ্তির জন্য মহাপরিচালকের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন।

(৪) উপধারা (৩) অনুযায়ী প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিবেচনা করিয়া দেখিবার পর মহাপরিচালক যদি সন্তুষ্ট হন যে, সংস্থাটির বিলোপ সাধন করা সঙ্গত, তাহা হইলে সংস্থার নিবন্ধন বাতিলসহ বিলুপ্তির অনুমোদন প্রদান করিয়া নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদেশ জারী করিবেন।

(৫) উপধারা (৪) অনুযায়ী অনুমোদন করিবার পর সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠনতন্ত্রের বিধান মোতাবেক সংস্থার সম্পত্তি, দাবী, দায়-দায়িত্ব নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

(৬) উপধারা (৫) এর অধীন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার পর, কার্যনির্বাহী পরিষদ সংস্থার সমুদয় সম্পত্তির বিলিবন্দেজের প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি উল্লেখ করিয়া একটি প্রতিবেদন নির্ধরিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবেন।

(৭) উপধারা (৬) এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ সরকারি গেজেটে এই মর্মে প্রজ্ঞাপন জারি করিবেন যে, প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে কোন দাবীদার বা পাওনাদার বা সংস্থার কোনো সদস্যের নিকট হইতে কোন অভিযোগ পাওয়া না গেলে সংস্থাটি এই ধারার বিধান সাপেক্ষে বিলুপ্ত হইবে।

(৮) উপরি-উক্ত ব্যবস্থা অনুযায়ী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে কোন অভিযোগ পাওয়া না গেলে এবং এই ধারা অনুযায়ী সমুদয় সম্পত্তির (যদি থাকে) বিলিবন্দেজ হইবার পর নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ উপধারা (৪) অনুযায়ী আদেশ মতে সংস্থাটির চূড়ান্ত বিলুপ্তি নিশ্চিত করিয়া আদেশ জারি করিবেন এবং আদেশ জারির তারিখ হইতে সংস্থাটির বিলুপ্তি ঘটিবে এবং নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে বিলুপ্তির তথ্য সংরক্ষণ করিবেন।

২০। **সংস্থা বিলুপ্তির ফলাফল**।-(১) যেক্ষেত্রে এই আইন অনুযায়ী কোন সংস্থার নিবন্ধন বাতিল করা হইবে, সেক্ষেত্রে যে তারিখ হইতে উহার নিবন্ধন বাতিল আদেশ কার্যকর হইবে, সে তারিখে এবং সে তারিখ হইতে সংস্থাটির বিলুপ্তি ঘটিবে এবং সরকার-

(ক) যে ব্যাংক বা ব্যক্তির নিকট সংস্থার টাকা, ঋণপত্র বা অন্যবিধ সম্পদ রহিয়াছে, সেই ব্যাংক বা ব্যক্তিকে সরকারের লিখিত পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে উক্ত টাকা, ঋণপত্র বা সম্পদ হস্তান্তর না করিবার আদেশ দিতে পারিবেন;

(খ) সংস্থার কার্যক্রম গুটাইবার জন্য সংস্থার পক্ষে মামলা এবং অন্যবিধ আইনানুগ কার্যধারা দায়ের করিবার ও উহাতে আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার ক্ষমতা দান করিয়া এমন কোন যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতে পারিবেন, যিনি তদুদ্দেশ্যে তাহার নিকট প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত আদেশাবলী দান ও ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন; এবং

(গ) সংস্থার সমস্ত ঋণ ও দায় মিটাইবার পর কোন অর্থ, ঋণপত্র, সম্পদ অবশিষ্ট থাকিলে, উহা উক্ত সংস্থার ন্যায় একই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত এমন কোন সংস্থাকে হস্তান্তরের জন্য আদেশ দিতে পারিবেন, যে সংস্থার নাম আদেশে বর্ণিত হয়।

(ঘ) দফা (গ) এর হস্তান্তর প্রক্রিয়া নির্ধারিত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করিতে হইবে।

(২) উপধারা (১) এর দফা (গ) ও (ঘ) অনুযায়ী হস্তান্তরিত সম্পদ যথাযথ ব্যবহারে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ব্যর্থ হইলে বা সরকার যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলে দফা (গ) এর হস্তান্তর আদেশ বাতিল করিয়া হস্তান্তরিত সমুদয় বা আংশিক সম্পদ উপধারা (৩) অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) সরকার সঙ্গত বিবেচনা করিলে উপধারা (১) এর দফা (গ) এ বর্ণিত অর্থ, ঋণপত্র, সম্পদ গ্রহণপূর্বক কোন কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের জন্য সমাজসেবা অধিদফতরের অনুকূলে ন্যস্ত করিতে পারিবে।

(৪) উপধারা (১) এর দফা (খ) এর অধীন নিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ, আবেদনক্রমে, সংশ্লিষ্ট এলাকার এখতিয়ারসম্পন্ন কোন দেওয়ানী আদালত কর্তৃক সেই প্রকারে বলবৎ হইবে, যেই প্রকারে ঐ আদালতে ডিক্রী বলবৎ হয়।

২১। **আপিল**।-(১) ধারা ৬ এর উপধারা (২) অনুযায়ী নিবন্ধনের আবেদন প্রত্যাখাত হইলে বা ধারা ১১ এর উপধারা (১) এর দফা (গ) অনুযায়ী নিবন্ধন নবায়ন আবেদন প্রত্যাখান করা হইলে বা ধারা ১১ এর উপধারা (১) এর দফা (ঙ) অনুযায়ী নিবন্ধন বাতিলের আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা সমষ্টি বা সংস্থা কর্তৃপক্ষ নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের আদেশের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবেন।
(২) ধারা ১০ এর উপধারা (৪) অনুযায়ী কার্যএলাকা সম্প্রসারণের আদেশ প্রত্যাখান করা হইলে বা ধারা ১৮ অনুযায়ী কোন সংস্থার নিবন্ধন বাতিল ও সংস্থা বিলুপ্ত হইলে মহাপরিচালকের আদেশ জারীর তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপিল দায়ের করা যাইবে।
(৩) সরকার, ক্ষেত্রমত মহাপরিচালক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আপীল দায়েরের জন্য আরও ৩০ (ত্রিশ) দিন পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।
(৪) সরকার, ক্ষেত্রমত মহাপরিচালক তাহার সন্তুষ্টিক্রমে প্রয়োজনে তদন্ত অনুষ্ঠান সাপেক্ষে অনধিক ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করিবেন।

(৫) সরকার, ক্ষেত্রমত মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উহা কার্যকর করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা সমষ্টি বা সংস্থা কর্তৃপক্ষের উচ্চ আদালতে প্রতিকার পাইবার অধিকার ক্ষুণ্ন হইবে না।

২২। **শাস্তির বিধান**।– (১) সংস্থার কোন সদস্য বা কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য যদি এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়া বা জনস্বার্থ বা রাষ্টবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত বলিয়া প্রমাণিত হয় বা এই আইন বা তদধীন প্রণীত কোন বিধি অথবা বিধির অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ অমান্য করিয়া কার্যক্রম পরিচালনা করে বা ইচ্ছাকৃতভাবে এই আইনের আওতায় নিবন্ধনের আবেদনপত্রে বা নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট পেশকৃত বা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত কোন সাধারন তথ্য ও বক্তব্যে বা কোন প্রতিবেদনে কোন অসত্য বক্তব্য বা মিথ্যা তথ্য প্রদান করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা কার্যনির্বাহী পরিষদের উক্ত সদস্য অন্যূন ১ (এক) বছরের কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

(২) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ বা তৎকর্তৃক বা সরকার বা মহাপরিচালক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতিত কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন মামলা আমলে লইবে না।

(৩) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কিংবা তার নিয়োজিত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক এই আইনের অধীন সরল বিশ্বাসে বা সৎ উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আদেশের ক্ষেত্রে আদেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন আদালতে মামলা দায়ের বা অন্যবিধ আইনানুগ কার্যপদ্ধতি পরিচালনা করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, ক্ষেত্রমত, কোন ব্যাক্তি আর্থিক অনিয়মের কারণে সংস্থার কর্মকর্তাদের প্রতি সংক্ষুব্ধ হলে আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবে।

২৩। **সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ**।- এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হইলে বা ক্ষতিগ্রস্থ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তজ্জন্য সরকার বা সরকারের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের করা যাইবে না।

২৪। **তফসিল সংশোধন করিবার ক্ষমতা**।- সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সমাজকল্যাণমূলক কার্যের যে কোন শাখা তফসিলভুক্ত করিবার বা উহা হইতে বাদ দেওয়ার জন্য তফসিল সংশোধন করিতে পারিবেন।

২৫। **রেহাই দেওয়ার ক্ষমতা**।- সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোন সংস্থা বা সংস্থার শ্রেণিবিশেষকে এই আইনের সকল বা কোন বিশেষ বিধানের কার্যকারিতা হইতে রেহাই দিতে পারিবেন।

২৬। **ক্ষমতা অর্পন**।– সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের অধীন কোন ক্ষমতা সাধারণভাবে বা প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত শর্তে উহার যে কোন কর্মকর্তার নিকট অর্পন করিতে পারিবেন।

২৭। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকার প্রয়োজনে, সাধারন বা বিশেষ আদেশ দ্বারা এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্পাদন সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২৮। **নির্বাহী আদেশ জারী**।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, প্রয়োজনে, সময় সময় নির্বাহী আদেশ জারী করিতে পারিবে।

২৯। **অস্পষ্টতা দূরীকরণ**।-এই আইনের কোন বিশেষ বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অস্পষ্টতা দেখা দিলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্তরূপ অস্পষ্টতা দূর করিতে পারিবে।

৩০। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।- এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

৩১। রহিতকরণ ও হেফাজত।-

(১) এই আইন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 'স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ৪৬ নং অধ্যাদেশ) রহিত হইবে।

(২) উপধারা (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও, উক্ত রহিত আইনের অধীন কৃত সকল কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আইন কার্যকর হইবার তারিখে অনিষ্পন্ন কার্যাদি, যতদূর সম্ভব, এই আইনের অধীন নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

তফসিল {ধারা ২(৭) দ্রষ্টব্য}
(০১) শিশুকল্যাণ ও উন্নয়ন।
(০২) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ ও উন্নয়ন।
(০৩) নারীকল্যাণ ও উন্নয়ন।
(০৪) প্রবীণ কল্যাণ ও পুনর্বাসন। ।
(০৫) আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু এবং আইনের সংঘাতে জড়িত শিশুদের কল্যাণ ও উন্নয়ন ।
(০৬) যুবকল্যাণ ও উন্নয়ন।
(০৭) কারামুক্ত কয়েদীদের কল্যাণ, উন্নয়ন ও পুনর্বাসন।
(০৮) ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের কল্যাণ, উন্নয়ন ও পুনর্বাসন।
(০৯) দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক ও মানসিক রোগীদের কল্যাণ, উন্নয়ন ও পুনর্বাসন।
(১০) ছাত্রকল্যাণ।
(১১) পরিবারকল্যাণ।
(১২) দুর্যোগ প্রস্তুতি এবং ব্যবস্থাপনা।
(১৩) স্বাস্থ্য শিক্ষা/ স্বাস্থ্য সেবা/ স্বাস্থ্য গবেষণা।
(১৪) পরিবেশ সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার, সামাজিক বনায়ন এবং বনায়ন।
(১৫) সামাজিক গবেষণা, সাংস্কৃতিক অনুশিক্ষা এবং মূল্যায়ন।
(১৬) সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ হইতে জনগণকে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে চিত্তবিনোদনমূলক কর্মসূচি।
(১৭) নাগরিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে সামাজিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা।
(১৮) মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন।
(১৯) প্রান্তিক অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী বা জনসমষ্টির কল্যাণ, উন্নয়ন ও পুনর্বাসন।
(২০) পশু পালন/হাঁস-মুরগী পালন/ মৎস্য চাষ/মৌ-চাষ/রেশম চাষ ইত্যাদি।
(২১) সামাজিক ও জনসংগঠনের উন্নয়ন বা জনগণের যে কোন অংশের বা শ্রেণির কল্যাণ।
(২২) কৃষি ও কৃষক উন্নয়ন।
(২৩) পানি সম্পদ উন্নয়ন।
(২৪) পাঠাগার, সাংস্কৃতিক এবং বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডের সৃজন বা উন্নয়ন।
(২৫) স্থায়িত্বশীল ভূমি ব্যবহার, ভূমি সংরক্ষণ ও ভূমি উন্নয়ন।
(২৬) সংবিধান এবং আইন স্বীকৃত অধিকারসমূহের সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন।
(২৭) আইনগত শিক্ষা ও সহায়তা।
(২৮) গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং নির্বাচন পর্যবেক্ষণ।
(২৯) সমাজকল্যাণ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে এ্যাডভোকেসি।
(৩০) সমাজকল্যাণ কার্যে প্রশিক্ষণ।
(৩১) সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহের সমন্বয় সাধন।